তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩১৩১

**চলতি বছরেই সারা দেশে উচ্চগতির ইন্টারনেট**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, চলতি বছরের মধ্যেই সারা দেশে উচ্চগতির ইন্টারনেটের জন্য অপটিক্যাল ফাইভার ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে যাবে। বঙ্গবন্ধু ১ স্যাটেলাইটের মধ্যে ৭১টি দ্বীপ সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে। হাওর ও দুর্গম চরসহ দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১২ হাজারেরও বেশি ওয়াইফাই জোন স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় এফোরএআই আয়োজিত ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২১ (প্রস্তাবিত) রিভিসান শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ তথ্য জানান।

মন্ত্রী ব্রডব্যান্ড পলিসির খসড়া প্রণয়নে এফোরএআই’র ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সামনের দশবছরের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মাথায় রেখে একটি লাগসই নীতিমালা সরকার তৈরি করছে। এই নীতিমালাকে কেবল ব্রডব্যান্ড নীতিমালা নয় এটি সবদিক বিবেচনায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইন্টানেট নীতিমালা।

মোস্তফা জব্বার বলেন, ১৯৯৭ সালের পর ২জি , ২০১৩ সালে থ্রিজিএবং ২০১৮সালে ফোরজি নেটওয়ার্ক যুগে বাংলাদেশ প্রবেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদের দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ ৫জি যুগে প্রবেশের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। তিনি বলেন, ফাইভজি প্রযুক্তি আগামী দিনের শিল্পের মেরুদনণ্ড হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষায় ডিজিটাল কনটেন্টের উদ্ভাবক ডিজিটাল শিক্ষা বিস্তারে ডিজিটাল কনটেন্টের চাহিদা পুরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, করোনাকালে স্থানীয় কনটেন্টের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সেই বিবেচনায় করে পাঠ্যক্রম ডিজিটাল কনটেন্টে রূপান্তর করা উচিত।

অনুষ্ঠানে শ্যামসুন্দর সিকদার ব্রডব্যান্ড নীতিমালার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এটি একটি সময়োচিত পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।

বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এটুআই’র পলিসি এডভাইসার আনির চৌধুরী, রবি‘র সিইও মাহতাব আহমেদ, অ্যামটবের সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এসএম ফরহাদ এবং এফোরএআই উপপরিচালক এলিনুর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। বিটিআরসি‘র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিম পারভেজ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এফোরএআই এর কান্ট্রি সমন্বয়ক শহীদ উদ্দিন আকবর।

#

শেফায়েত/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১৫৮ ঘণ্টা

Handout Number : 3130

**Ministry of Environment, Forest and Climate Change approves restructured master plan for Botanical Garden Modernization**

Dhaka, July 7:

Today, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has approved the restructured master plan prepared under the project titled “Master Plan of National Botanical Gardens Update and Essential Infrastructure Reform / Development including Ecological Conservation”.  
  
 The approval was given at a meeting chaired by Minister for Environment, Forest and Climate Change Md. Shahab Uddin. Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Md. Mostafa Kamal, Additional Secretary (Development) Ahmed Shamim Al Razi, Chief Conservator of Forests Amir Hossain Chowdhury, Project Director Haque Mahbub Morshed  were present at the meeting among others.

The restructured masterplan includes all the essentials for the modernization of the Botanical Garden. To this end, the Botanical Garden will be divided into 13 zones. In place of the aggressive species of plants in each zone, only the species described in the masterplan will be planted. Environment and visitor friendly infrastructure will be constructed in the Botanical Garden. There will be 2 gates in place of the existing 6 entrances. A circular walkway will be constructed for the convenience of the visitors. There will be a buggy system through which older visitors can tour the garden in a small open jeep.  Drinking water and modern toilets will be provided for the convenience of the visitors.  Internal roads will be modernized.  
  
 The master plan proposes to set up a tissue culture lab on top of the administrative building. It is proposed to build a Visitor Interpretation Center. The master plan includes proposals for the development of lakes and roads inside the Botanical Gardens. Solid and liquid waste management measures have also been put in place. Construction of a skywalk has been proposed. It has been proposed to construct a multi-storey dormitory on the site of the existing employees' tinshed residential building. All the arrangements for modern environmental management inside the Botanical Garden have been included in this restructured master plan.

#

Dipankar/Nice/Rafiqul/Rezaul/2021/2140 hosur

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ২১২৯

**করোনা ভাইরাসজনিত কারণে বাংকের লেনদেনের সময় পরিবর্তন**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

করোনা ভাইরাসজনিত (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার ঘোষিত চলমান বিধি নিষেধের মধ্যে ব্যাংকিং লেনদেনের সময় সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক আগামীকাল ৮ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত উল্লেখিত সময়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম চলবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার ও শনিবার এবং ১১ জুলাই রবিবার ব্যাংক বন্ধ থাকবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

শাহেদ/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩১২৮

**চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় অসহায় ও কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান কঠোর লকডাউনে আজ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় অসহায়, কর্মহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ নগরীর এম এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম হলে চট্টগ্রাম নির্মাণ শ্রমিক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের ৩১০ জন কর্মহীন ও অসহায় নির্মাণ শ্রমিককে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিপিপি এবং এমএ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান। অনুষ্ঠানে কর্মহীন প্রত্যেক নির্মাণ শ্রমিককে ৭ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি সয়াবিন তেল, ১ কেজি আলু ও ১টি সাবান দেয়া হয়।

এদিকে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় জনপ্রতি ১০ কেজি করে ৭২ জন অসহায়, দুস্থ ব্যক্তির মাঝে ৭২০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাসরিন ইসলাম।

অন্যদিকে রাঙ্গামাটি শহরের রিজার্ভ বাজার এলাকায় আজ ১৫০ জন অসচ্ছল ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা হিসেবে ১৫০ প্যাকেট খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ মামুন উপস্থিত থেকে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি মিলিয়ে প্রতি প্যাকেটে ছিল ১০ কেজি খাদ্যসামগ্রী।

লক্ষ্মীপুর জেলায় আজ জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ১৭০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণসামগ্রী হিসেবে প্রতি পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ ও ১লিটার সয়াবিন তেল প্রদান করা হয়।

#

ফয়সল/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩১২৭

**বয়সসীমা ৩৫ বছর ও  তদূর্ধ্ব  নাগরিকদের ভ্যাকসিনের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

গতকাল রাত থেকে ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" ওয়েবসাইট ও অ্যাপের মাধ্যমে বয়সসীমা ৩৫ বছর ও  তদূর্ধ্ব  নাগরিকের এবং অগ্রাধিকার তালিকাভুক্তদের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর সূত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

এবার নিবন্ধনের জন্য বয়সসীমা ৩৫ বছরে নামিয়ে আনার পাশাপাশি অগ্রাধিকারের তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও প্রবাসীদের যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বিএমইটিতে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে গত ৭ জুলাই থেকে প্রবাসী কর্মীদের নিবন্ধন কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। গতকাল রাত থেকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ২ লাখ ৫০ হাজার নিবন্ধিত হয়েছে। ৭২ লাখ ৯৩ হাজার ২৫৮ জন টিকার জন্য সুরক্ষা অ্যাপ্লিকেশনে নিবন্ধন করেছে।

অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকোর টিকা আসার পর গত ২৬ জানুয়ারি সারা দেশে করোনা ভাইরাসের টিকার জন্য নিবন্ধন শুরু হয়। টিকার সঙ্কটে গত ২৫ এপ্রিল টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বন্ধ হয়ে যায় টিকার নিবন্ধনও। এমতাবস্থায় ফাইজার-বায়োএনটেক, সিনোফার্ম এবং মডার্নার টিকা আসার পর ফের গণটিকাদান শুরু হয়েছে।

দেশের ১২টি সিটি করপোরেশন এলাকায় মডার্নার এবং সারা দেশের জেলা ও উপজেলায় সিনোফার্মের টিকা দেওয়া হবে।

#

শহিদুল/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩১২৬

**টিসিবি’র ভর্তুকি মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় চলবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউন চলাকালে এবং পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে জরুরি সেবা হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) ভর্তুকি মূল্যে চিনি, মশুর ডাল এবং সয়াবিন তেল বিক্রয় শুরু করেছে। গত ৫ জুলাই শুরু হয়ে ২৯ জুলাই পর্যন্ত এ বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। গত তিন দিনে (৫, ৬, ৭ জুলাই) ৭৬৪ মেট্রিকটন চিনি, ৪৭৫ মেট্রিক টন মশুর ডাল এবং ১১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৭৮ লিটার সয়াবিন তেল ভর্তুকি মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

পবিত্র ঈদুল আজহার ছুটি ছাড়া প্রতিদিন এ বিক্রয় কার্যক্রম চলবে। ঢাকা মহানগরীসহ দেশে সকল জেলা ও উপজেলার জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টিসিবি’র ডিলারদের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে চিনি ৫৫ টাকা দরে ভোক্তা প্রতি ২-৪ কেজি, মশুর ডাল ৫৫ টাকা দরে ২ কেজি এবং বোতলজাত সয়াবিন তেল ১০০ টাকা দরে ২-৫ লিটার ভর্তুকিমূল্যে ভোক্তা সাধারণের নিকট বিক্রয় করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ৪৫০টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রতি ট্রাকে ৫০০-৮০০ কেজি চিনি, ৩০০-৬০০ কেজি মশুর ডাল এবং ৮০০-১২০০ লিটার সয়াবিন তেল বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

#

বকসী/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩১২৫

**ঢাকা বিভাগে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গতকাল ৬ জুলাই ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

গোপালগঞ্জ জেলায় ৫ কোটি ১৫ লাখ ১৮ হাজার ৫ শত টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ২১ লাখ ৩ হাজার ৩৫০ টাকা এবং শিশু খাদ্য হিসেবে ৫ লাখ  টাকা, গোখাদ্য হিসেবে ৫ লাখ টাকা,  ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ১১৫৬টি পরিবার এবং ৫২০২ লোককে আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

#

আনোয়ার/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩১২৪

**নারী উদ্যোক্তাদের জন্য** **লালসবুজ ই-কমার্স মার্কেটপ্লেসের যাত্রা শুরু আগামীকাল**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

আগামীকাল ৮ জুলাই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস লালসবুজ ডটকম এর যাত্রা শুরু হচ্ছে। মার্কেটপ্লেসটির উদ্বোধন করবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত “তথ্যআপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)” এর অন্যতম লক্ষ্য গ্রামীণ নারীদেরকে তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে ই-কমার্স সহায়তা প্রদান করা। সে লক্ষ্য পূরণের জন্য গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও সংগৃহীত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়াসে একটি মার্কেটপ্লেস তৈরির অভিপ্রায়ে গত ৩ ফেব্রুয়ারি তথ্যআপা প্রকল্প বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিএফটিআই’র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী গড়ে তোলা হয় “লালসবুজ” ([www.laalsobuj.com](http://www.laalsobuj.com/)) শীর্ষক একটি ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস, যেখানে শুধু নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি বা সংগৃহীত দেশীয় পণ্য পাওয়া যাবে।

তথ্যআপা প্রকল্পাধীন ৪৯০টি তথ্যকেন্দ্র থেকে মোট ১৪৭০ জন ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষিত তথ্যসেবা কর্মকর্তা এবং তথ্যসেবা সহকারীগণ ই-কমার্স মার্কেটপ্লেসে নারী উদ্যোক্তাদের রেজিস্ট্রেশন, তাদের পণ্যের ছবি ও বিবরণী সংযোজনসহ নানাবিধ সহায়তা প্রদান করছেন। মার্কেটপ্লেসের পেমেন্ট ও ডেলিভারির ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তথ্যআপা প্রকল্প এবং বিএফটিআই। ক্রেতার নিকট সঠিক সময়ে ডেলিভারি নিশ্চিত করতে লালসবুজ ডটকমের লজিস্টিক পার্টনার হিসেবে পেপারফ্লাই, রেডেক্স এবং সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের পাশাপাশি রয়েছে ডাকবিভাগের ই-কমার্স ডেলিভারি সেবা ই-পোস্ট। মার্কেটপ্লেসটির টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্টে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে ফিউচার স্কাই লিমিটেড এবং কমজগৎ টেকনোলজিস।

লালসবুজ ই-কমার্স মার্কেটপ্লেসের লিংক: [www.laalsobuj.com](http://www.laalsobuj.com/)

#

কামাল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩১২৩

**বোটানিক্যাল গার্ডেন আধুনিকায়নের পুনর্গঠিত মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদন করলো পরিবেশ মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

আজ “জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদকরণ এবং বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণসহ অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো সংস্কার/উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পুনর্গঠিত মাস্টার প্ল্যান অনুমোদন করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত এক সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আহমদ শামীম আল রাজী, প্রধান বন সংরক্ষক আমীর হোসেন চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক হক মোর্শেদ-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পুনর্গঠিত মাস্টারপ্ল্যানে বোটানিক্যাল গার্ডেনের আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এলক্ষ্যে বোটানিক্যাল গার্ডেনকে ১৩ টি জোনে ভাগ করা হবে। প্রতিটি জোনের আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদের স্থলে শুধু মাস্টারপ্ল্যানে বর্ণিত প্রজাতির উদ্ভিদ রোপণ করা হবে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে পরিবেশ ও দর্শনার্থীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। বর্তমানের ৬ টি প্রবেশ পথের স্থলে ২ টি গেট থাকবে।  দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে একটি সার্কুলার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হবে। একটি বাগি সিস্টেম থাকবে যার মাধ্যমে ছোট্ট খোলা জিপে বয়স্ক দর্শনার্থীরা গার্ডেন ঘুরে দেখতে পারবে। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে সুপেয় পানি এবং আধুনিক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে।  অভ্যন্তরীণ রাস্তার আধুনিকায়ন করা হবে।

মাস্টারপ্ল্যানে প্রশাসনিক ভবনের উপরে টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি ভিজিটর ইন্টারপ্রিটেশান সেন্টার নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের অভ্যন্তরের লেক এবং রাস্তার উন্নয়নের প্রস্তাব রয়েছে এই মাস্টারপ্ল্যানে। এছাড়া কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটি স্কাইওয়াক নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানের কর্মচারীদের টিনশেড আবাসিক ভবনের স্থলে বহুতল ডরমিটরি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।  বোটানিক্যাল গার্ডেনের অভ্যন্তরে আধুনিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সকল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই পুনর্গঠিত মাস্টারপ্ল্যানে।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩১২২

**কোভিড**-**১৯** **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৫ হাজার ৬৩৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১১ হাজার ১৬২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৯ লাখ ৭৭ হাজার ৫৬৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ২০১ জন-সহ এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৫৯৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৮ লাখ ৫০ হাজার ৫০২ জন।

#

ফেরদৌস/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১২২১

**গণমাধ্যম কাজ করছে স্বাধীনভাবে, বিবৃতি বিক্রি করছে কিছু সংস্থা**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

বাংলাদেশে গণমাধ্যম যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং গত সাড়ে ১২ বছরে গণমাধ্যমের যে বিকাশ  হয়েছে, অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য তা উদাহরণস্বরূপ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর মিন্টো রোডে তার সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তথ্য অধিদফতর সংকলিত 'অনশ্বর বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনকালে একথা বলেন। ভার্চুয়াল এ অনুষ্ঠানে তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার সভাপতিত্ব করেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মুরাদ হাসান, সচিব মো: মকবুল হোসেন এবং পিআইডি'র জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নেন ।

এ সময় 'বিভিন্ন সংস্থা সময়ে সময়ে নানা দেশের গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা বিবৃতি, প্রতিবেদন দেয়, যা বাস্তবতার সংগে মেলে না' সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'বিশ্বে কিছু সংস্থা আছে যারা বিবৃতি বিক্রি করে। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে দেখতে পাচ্ছি, কিছু সংস্থা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন। এগুলো আসল বিবৃতি বা প্রতিবেদন নয়, বিশেষ মহলের প্ররোচনায় বিশেষ প্রেক্ষিতে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এগুলো দিচ্ছেন, মাঝেমাঝে বিবৃতি বিক্রিও করছেন।'

মানবাধিকার সংস্থার নামে বিবৃতি বিক্রি বা রিপোর্ট প্রকাশ করা মানবাধিকার উন্নয়নে সহায়ক হয় না বরং মানবাধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে যায়, বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে গণমাধ্যম যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে এধরনের স্বাধীনতা কোনো উন্নয়নশীল দেশে ভোগ করে না। আর যে সমস্ত দেশ থেকে এধরনের বিবৃতি বা রিপোর্ট দেয়া হয়, সেই সমস্ত দেশে গণমাধ্যমের যে পরিমাণ জবাবদিহিতা আছে, আমাদের দেশে সেটি নেই। সেখানে যে কোনো ভুল সংবাদ পরিবেশন করলে মোটা অংকের জরিমানা গুনতে হয়। ভুল বা অসত্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য অনেক সময় পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়, যেমন শতবছরের নামী পত্রিকা নিউজ অভ দ্য ওয়ার্ল্ড এর ক্ষেত্রে হয়েছে। অনেক সময় টেলিভিশনের পুরো টিমকে পদত্যাগ করতে হয়, যেমন বিবিসি'র ক্ষেত্রে হয়েছে। আমাদের দেশে সেটি হয় না৷

'অনশ্বর বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ওপর যত লেখনী, কবিতা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, আমাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে, আমাদের নূতন প্রজন্ম সমৃদ্ধ হবে, তারা বঙ্গবন্ধুকে জানবে, বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের ইতিহাস জানবে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, এই যুগে মানুষ যখন প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের পূর্বসূরিরা জাতির পিতার ডাকে কিভাবে জীবন সঁপে দিয়ে দেশ রচনা করেছে, তা ফিরে দেখা একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু কিভাবে একটি নিরস্ত্র জাতিকে উজ্জীবিত করে দেশের জন্য প্রাণ সঁপে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সেই ইতিহাস এধরনের গ্রন্থগুলো থেকেই সবাই জানবে।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা: মুরাদ হাসান বলেন, বাঙালি জাতিসত্ত্বার পরিচয় জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে।

সচিব মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনিই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছেন।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১২০

**আইসিটি বিভাগের বিগত অর্থবছরের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত: অগ্রগতি ৮৮ শতাংশ**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা আজ 'বৈঠক' প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উক্ত সভায় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরসহ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকগণ অনলাইনে যুক্ত হন।

সভায় আইসিটি বিভাগের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের মাসভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।

সভায় এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহী  (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কালিয়াকৈর হাইটেক-পার্কসহ অন্যান্য হাইটেক পার্ক উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো প্রকল্প, বিজিডি ই-গভ সার্ট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প, লিভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অভ্ দ্য আইটি-আইটি ইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্প, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন, ইনফো সরকার প্রকল্প, জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প,  মোবাইল গেইম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেএনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ইমেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, কানেক্টেড বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য সকল প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।

সভায় জানানো হয় আইসিটি বিভাগের অধীন সংস্থা ও প্রকল্পসমূহের ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বরাদ্দের ভিত্তিতে আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৮৮  শতাংশ এবং অর্থ অবমুক্তির ভিত্তিতে অগ্রগতি ৯৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

প্রতিমন্ত্রী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে চলমান প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত এবং যথাসময়ে কাজ শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পসমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরে আইসিটি বিভাগের অধীন কারিগরিসহ মোট ২৯টি প্রকল্পের জন্য আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৬৯৫ দশমিক ১০ কোটি টাকা। সভায় আরো জানানো হয় চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৭ প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ১৭ শত ২১ কোটি টাকা।

#

শহিদুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৯

**অভিনেতা দিলীপ কুমারের মৃত্যুতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

কিংবদন্তি বলিউড অভিনেতা দিলীপ কুমার (ইউসুফ খান) এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বর্ষীয়ান এ অভিনেতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় মন্ত্রী জানান, উপমহাদেশের ট্রাজেডি কিং খ্যাত  অভিনেতা তাঁর সুনিপুণ অভিনয়শৈলীর জন্য  সারাবিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমী দর্শকদের হৃদয়ে চিরজাগরুক হয়ে থাকবেন।

উল্লেখ্য, অভিনেতা দিলীপ কুমার আজ মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিল।

দিলীপ কুমার ভারত সরকারের কাছ থেকে ‘পদ্মবিভূষণ’ ও‘পদ্মভূষণ’ খেতাব পেয়েছেন । পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ডও।

#

বিবেকানন্দ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৮

**ক্রীড়াঙ্গনকে ডোপিংমুক্ত রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর**

**-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, ‘বাংলাদেশ সরকার ক্রীড়াঙ্গনকে  ডোপিংমুক্ত রাখতে  জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। আমরা এটি দমনে নিরলস কাজ করে চলেছি।  তিনি বলেন, সরকার সবসময় ক্লিন স্পোর্টসের ব্যাপারে মনোযোগী এবং স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন খেলাকে উৎসাহ দিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ক্রীড়াঙ্গনকে ডোপিং মুক্ত করার লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ থেকে সহযোগিতা আশা করছি। আমরা ওয়ার্ল্ড এন্টিডোপিং এজেন্সির প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ’।

প্রতিমন্ত্রী আজ ওয়ার্ল্ড  এন্টি-ডোপিং এজেন্সি (WADA) আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী  বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রেও দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর বদৌলতেই। প্রধানমন্ত্রী সব সময় খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং প্রায়ই তিনি নিজ নিজ অঙ্গনে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখা ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করেন। দেশের ক্রীড়াঙ্গনের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর তীব্র অনুরাগ সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। আমাদের যুবারা সম্প্রতি বিশ্বকাপ জিতেছে। দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে রেকর্ড সংখ্যক স্বর্ণপদকও অর্জন করেছি আমরা।’

ডোপিং খেলাধুলার বিশ্বে একটি সংক্রামক রোগে পরিণত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন জাহিদ আহসান রাসেল । তিনি বলেন, ‘আমরা সকলেই সংক্রামকের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। ডোপিং কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, খেলাধুলার চেতনাকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। আর তাই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনকে ডোপিংমুক্ত রাখতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল অংশীজনের  সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।

ক্রীড়াঙ্গনকে ডোপিংমুক্ত রাখতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ওয়ার্ল্ড এন্টি ডোপিং কোডের সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা ইতোমধ্যে ডোপিং বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। আমাদের খেলোয়াড়দের নিয়মিত মোটিভেশনাল কাউন্সিলিং ও এ সংক্রান্ত  প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।  আমরা সকল অংশীজনদের নিয়ে নিয়মিত  বিভিন্ন সভা সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করছি।

আলোচনা সভায় ওয়ার্ল্ড  এন্টি-ডোপিং এজেন্সি’র প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মহাপরিচালক,  এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও জাপান,  মালদ্বীপ,  কম্বোডিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া,  ভারত, ভিয়েতনাম,  ভুটানসহ বিভিন্ন দেশের ক্রীড়া মন্ত্রীগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

#

আরিফ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৭

**কোরবানিকৃত পশুর উচ্ছিষ্টাংশ পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণের জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আহ্বান**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশু কোরবানি ও কোরবানিকৃত পশুর উচ্ছিষ্টাংশ সুষ্ঠুভাবে অপসারণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।  
  
 আসন্ন পবিত্র ইদুল-আজহা উপলক্ষ্যে কোরবানিকৃত পশুর উচ্ছিষ্টাংশ সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা/অপসারণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে করণীয় বিষয়ে আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় কোরবানিকৃত পশুর উচ্ছিষ্টাংশ সুষ্ঠুভাবে অপসারণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চার লাখ কপি প্রচারপত্র সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগ ও জেলা কার্যালয়, জেলা প্রশাসন, জেলা তথ্য অফিস-সহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর ফেসবুক বুস্টিং এবং মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সারা দেশের মসজিদসমূহে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও মসজিদের ঈমামদেরকে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে করণীয় সম্পর্কে জুম্মার নামাজে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান হয়। একইভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের পাশাপাশি সকল বেসরকারি চ্যানেলে এ বিষয়ে তথ্যসংবলিত বার্তা ও স্পেশাল বুলেটিন প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু  মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভায় ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মহানগরে কুরবানির আবর্জনা অপসারণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান হয়।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (পদূনি) মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আশরাফ উদ্দিন সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৬

**চট্টগ্রাম বন্দর  থেকে পণ্য পরিবহণ জাহাজ এবং খালি কন্টেইনারের সংকট নেই**

**-- নৌপরিবহন সচিব**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

চট্টগ্রাম বন্দরে রপ্তানিপণ্য জাহাজিকরণে বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই। চট্টগ্রাম বন্দর  থেকে পণ্য পরিবহণে জাহাজ এবং  খালি কন্টেইনারের সংকট নেই। গত ১৫ দিনে  বাংলাদেশ হতে ২৬টি জাহাজ ছেড়ে গেছে; সেগুলোর ক্যাপাসিটি ছিল ৩৮ হাজার টিইইউএস (বিশ ফুটের কন্টেইনার)। কিন্তু  জাহাজগুলো পণ্য পরিবহণ করেছে ২৭ হাজার টিইইউএস। অর্থাৎ ১১ হাজার টিইইউএস স্পেস অব্যবহৃত থেকেছে। চট্টগ্রাম বন্দর এবং বিভিন্ন অফডকে প্রায় ৪০ হাজার টিইইউএস খালি কন্টেইনার রয়েছে।

আজ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ‘চট্টগ্রাম বন্দরে রপ্তানিপণ্য জাহাজিকরণ সংক্রান্ত’ এক ভার্চুয়াল সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

সভায় জানানো হয়, পণ্য ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর ২৪ ঘণ্টা চালু রেখে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমনজনিত লকডাউনের  সময়েও চট্টগ্রাম বন্দর ২৪ ঘণ্টা চালু রয়েছে। জাহাজ থেকে পণ্য এবং কন্টেইনার আনলোডিং, আমদানিকারক বরাবর ডেলিভারি এবং রপ্তানি কন্টেইনার জাহাজে বোঝাই কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩০ লাখ ৯৭ হাজার ২৩৬ টিইইউএস কন্টেইনার, ১১ কোটি ৩৭ লাখ ২৯ হাজার ৩৭৩ মেট্রিক টন কার্গো এবং ৪ হাজার ৬২টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করেছে। যেখানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩০ লাখ ৪ হাজার ১৪২ টিইইউএস কন্টেইনার, ১০ কোটি ১৫ লাখ ৬৫ হাজার ২৭২ মেট্রিক টন কার্গো এবং ৩ হাজার ৭৬৪টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কার্গো, কন্টেইনার এবং জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১১.৯৮%, ৩.০৯%  এবং ৭.৯২%  ভাগ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

সভায় আরো জানানো হয়, ছোট খাটো যেসব সমস্যা আছে সেগুলো নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। ভবিষ্যতে বন্দরের চাহিদা মোকাবেলা করা এবং সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সুলতান আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপিং এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা), বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার  ডিপো এসোসিয়েশন (বিকডা) এবং সংশ্লিষ্টরা যুক্ত থাকবে।

সভায়  বাংলাদেশ হতে রপ্তানি বোঝাই কন্টেইনার দ্রুত রপ্তানির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। প্রস্তাবনাগুলো হলো: শিপিং এজেন্ট এবং মেইন লাইন অপারেটরগণের (এমএলও) মধ্যে ‘কমন ক্যারিয়ার এগ্রিমেন্ট’ করা; ডাইরেক্ট কলিং অভ্ শিপ টু ফাইনাল ডেস্টিনেশন;  এমএলওগণের মধ্যে কন্টেইনার সরাসরি ইন্টারচেঞ্জ; ফ্রেইট ফরওয়ার্ডগণ কর্তৃক অফডকসমূহকে  বিলম্বে কার্গো লোডিং প্লান প্রদান না করা; অফডকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এগুলো বাস্তবায়ন হলে জাহাজ ও কন্টেইনার জট কমে আসবে। অধিক হারে কন্টেইনার রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং দেশের রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে।

ভার্চুয়াল বৈঠকে কাস্টমসের সদস্য (পলিসি) সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. শফিকুজ্জামান, চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা,  বিজিএমইএ’র  প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান, বিকেএমইএ’র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. হাতেমসহ এফবিসিসিআই, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপিং এসোসিয়েশন, বাফা এবং বিকডার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর  আবু জাফর মো. জালালউদ্দিন এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর সাব্বির মাহমুদ  ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৫

**আউশ আমন ধান উৎপাদনসহ কৃষি কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বে সাত কর্মকর্তা**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

করোনা পরিস্থিতিতে চলমান আউশ ও আসন্ন আমন মৌসুমে ধান উৎপাদন ও প্রণোদনা বিতরণসহ সার্বিক কৃষি কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়ের সাতজন অতিরিক্ত সচিবকে। এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের প্রত্যেকে ২টি করে সারা দেশের মোট ১৪টি কৃষি অঞ্চলের কার্যক্রম  সমন্বয় ও তদারকি করবেন।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে কৃষি উৎপাদন আরো বেগবান করতে কর্মকর্তাদেরকে তদারকি ও সমন্বয়ের এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম সকল অঞ্চলের  সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন। সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল।

আউশ ও আসন্ন আমন ধানের আবাদ ও উৎপাদন এবং বীজ, সারসহ বিভিন্ন প্রণোদনা- ভর্তুকি বিতরণ, কৃষি যন্ত্রের যথাযথ ব্যবহার, পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন, সমলয়ে চাষের অগ্রগতি প্রভৃতি বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন এবং এসব বিষয়ে সমন্বয় ও তদারকি করবেন। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিতভাবে অনলাইন মিটিং ও সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠের সকল কার্যক্রমের তদারকি করবেন।

#

কামরুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৪

**খুলনায় দুস্থদের মাঝে সেনাবাহিনীর খাদ্যসহায়তা বিতরণ ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন শুরু**

খুলনা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই):

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের নিজস্ব উদ্যোগে খুলনা জেলায় করোনায় কর্মহীন, অসহায়, দুস্থ ও শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্যসহায়তা বিতরণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে আজ খুলনার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের নিরালা আর্দশ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় ছয়শত জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্যসহায়তা বিতরণ করা হয়।

খাদ্যসহায়তার মধ্যে ছিলো জনপ্রতি পাঁচ কেজি চাল, দুই কেজি মুসরির ডাল, তিন কেজি আলু, দুই লিটার তৈল, এক কেজি লবণ ও দুই কেজি চিনি। পর্যায়ক্রমে খুলনা জেলায় প্রায় চার হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্যসহায়তা বিতরণ করা হবে।

খাদ্যসহায়তা বিতরণে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যশোরের ১০৫ পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাফিজুর রহমান।

এর আগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যশোরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাফিজুর রহমান খুলনা সেন্ট যোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়ে দিনব্যাপী ফ্রি-মেডিকেল ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

‘অপারেশন কোভিড শিল্ড পর্ব-২’ এর অংশ হিসেবে ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের মাধ্যমে প্রায় ছয়শত অসহায়, দুস্থদের ফ্রি-চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া নিয়মিত ক্যাম্পেইনের পাশাপাশি সপ্তাহে দুই দিন মেডিকেল ক্যাম্পইন পরিচালনা করা হবে। ছয় জন চিকিৎসক, তিন জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মেডিসিন, চক্ষু ও গাইনী চিকিৎসক দিয়ে এই মেডিকেল ক্যাম্পইন পরিচালনা করা হচ্ছে। চিকিৎসা সেবার সাথে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে।

বিকেলে খুলনা পিটিআই চত্বরে চারশত জন কর্মহীন, অসহায়, দুস্থ ও শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্যসাহায়তা বিতরণ করা হয়।

#

অনসূয়া/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৩

**করোনা সংক্রমণ বিস্তাররোধে সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য**

**-মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, করোনা সংক্রমণ বিস্তাররোধে চলমান লড়াইয়ে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য। করোনা সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতির অগ্রগতিতে চিকিৎসক, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করলে সংক্রমিত হওয়ার আগে প্রতিরোধের ভিত্তি তৈরি হবে। সামাজিক দূরত্ব রক্ষা ও মাস্ক ব্যবহারসহ স্বাস্থ্যবিধি মানতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা অপরিসীম বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী গতরাতে নেত্রকোণা জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সরকারি কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে নেত্রকোণা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানার উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক কাজি মোঃ আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু, সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল, হাবিবা রহমান খান শেফালী, নেত্রকোণা সদর পৌরসভার মেয়র নজরুল ইসলাম খান ও স্থানীয় সিভিল সার্জন অনুষ্ঠানে নেত্রকোণার সার্বিক করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী করোনা সংক্রমণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থানীয়ভাবে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন,   
করোনাভাইরাসের ধরণ প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশসহ এই অঞ্চলের দেশসমূহে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট প্রকট আকারে রূপ নিয়েছে। একসময় সাধারণ মানুষের ধারণা ছিলো করোনা শহরের মানুষের রোগ। কিন্তু এখন পরিস্থিতি উল্টো। করোনাভাইরাস গ্রামে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি ডেল্টা ভেরিয়েন্টের বিস্তাররোধে সীমান্ত উপজেলাসমূহে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন।

মন্ত্রী নেত্রকোণা সদরে করোনা রোগীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অক্সিজেন, সিসিও, আইসিও ও ভেন্টিলেটরসহ করোনা চিকিৎসার যে সব উপকরণের ঘাটতি আছে তা যথাসময়ে ব্যবস্থা করতে না পারলে বিপর্যয় থেকে এই জনপদকে রক্ষা করা কঠিন হবে। তিনি কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সাংবাদিকদের নিয়ে আলোচনাকে একটি অত্যন্ত ভাল উদ্যোগ উল্লেখ করে বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা অপরিসীম। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এক সাথে আলোচনা করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে ভূমিকা রাখবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সংকট মোকাবিলায় আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। তিনি চলতি লকডাউন সফল করতে প্রশাসনকে মানবিকতা ও কঠোরতার সমন্বয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন।

জেলার সার্বিক করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সভায় পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণে চলতি লকডাউন কঠোরভাবে মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/শাম্মী/শামীম/২০২১/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১২

**বিদ্যুৎ বিভাগের ডিজিটাল কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সাইবার সিকিউরিটি জোরদার করা সময়ের দাবি**

**-বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বিদ্যুৎ বিভাগের ডিজিটাল কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায়   সাইবার সিকিউরিটি জোরদার করা সময়ের দাবি। সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা আবশ্যক ও কাজ করার সময় নিরাপত্তা গেজেট ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে বিদ্যুৎ খাতে বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত ইআরপি (ইন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিং) বিষয়ক টিওটি (ট্রেইনার অভ ট্রেইনার) প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের সকল কার্যক্রমই ডিজিটালি হওয়া উচিৎ। পেপারলেস অফিস করার উদ্যোগ হিসাবে ইআরপি (ইন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিং) বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ প্রাথমিকভাবে চারটি মডিউল বাস্তবায়ন করলেও পর্যায়ক্রমে সম্ভাব্য সকল কাজই ইআরপি-এর আওতায় আসবে।

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফিক্সড এসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, প্রোকিউরমেন্ট সিস্টেম ও একাউন্টস এবং ফিনান্স সিস্টেম-এই চারটি মডিউল বিদ্যুৎ বিভাগে প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মডিউলগুলোর প্রায় সকল তথ্যই ইতোমধ্যে লাইভে এসেছে। ৩১ জুলাই ২০২১ -এর মধ্যে চূড়ান্তভাবে লাইভে দেখা যাবে। টেকভিশন, মাইক্রোসফট, টেকনোহেভেন ও সিএসএল- এই চারটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে পরামর্শক হিসাবে কাজ করছে।

ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, পিডিবির চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন, আরইবির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈনউদ্দিন (অবঃ), পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন, টেকভিশন লিমিটেড-এর উপদেষ্টা রহমত উল্লাহ মোঃ দস্তগীর সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/অনসূয়া/শাম্মী/শামীম/২০২১/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১১

**কিংবদন্তি বলিউড অভিনেতা দিলীপ কুমার এর মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই):

কিংবদন্তি বলিউড অভিনেতা দিলীপ কুমার (ইউসুফ খান) এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বর্ষীয়ান এ অভিনেতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোকবার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জানান, উপমহাদেশের কিংবদন্তি এ অভিনেতা তাঁর সুনিপুণ অভিনয়শৈলীর জন্য ভারতীয় উপমহাদেশসহ সারাবিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমী দর্শকদের হৃদয়ে চিরজাগরুক হয়ে থাকবেন।

উল্লেখ্য, অভিনেতা দিলীপ কুমার আজ সকালে মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১০

**বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকীতে**

**নারীদের জন্য জাতীয় পদক প্রদানের উদ্যোগ**

ঢাকা, ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই) :

আগামী ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকীতে ‘বঙ্গমাতা’ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও পদক প্রদান অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আজ ভার্চুয়ালি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, সরকার ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মদিবসকে ‘ক’ শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়া বঙ্গমাতার অবদান চিরস্মরণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক নারীদের জন্য ‘ক’ শ্রেণীভুক্ত সর্বোচ্চ জাতীয় পদক প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবারই প্রথম আগামী ৮আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায়  জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হবে। এবছর দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ‘বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী’।

এ দিবসে ৮টি ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সর্বোচ্চ ৫ জন বাংলাদেশি নারীকে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক প্রদান করা হবে। পদকপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে আঠারো ক্যারেট মানের চল্লিশ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত পদক, পদকের রেপ্লিকা, চার লাখ টাকা এবং সম্মাননা পত্র প্রদান করা হবে।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে সারাদেশে ২ হাজার দুস্থ ও অসহায় নারীকে নগদ ২ হাজার টাকা করে মোট ৪০ লাখ টাকা এবং  ৪ হাজার সেলাই মেশিন বিতরণ করা হবে। এছাড়া সড়ক ও সড়ক দ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বাংলা ও ইংরেজিতে পোস্টার তৈরি ও বিতরণ, বঙ্গমাতার জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ডিজিটাল শুভেচ্ছা কার্ড বিতরণ এবং মোবাইলে এসএমএস প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: সায়েদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় ও সফলভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের করণীয় সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সংযুক্ত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,  গৃহায়ণ গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিভাগীয় কমিশনার অফিস, ঢাকা এর প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ এবং জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ।

#

কামাল/অনসূয়া/শাম্মী/শামীম/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা